ইমাম হোসাইন رضي الله عنه এর জীবনী

11-July-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

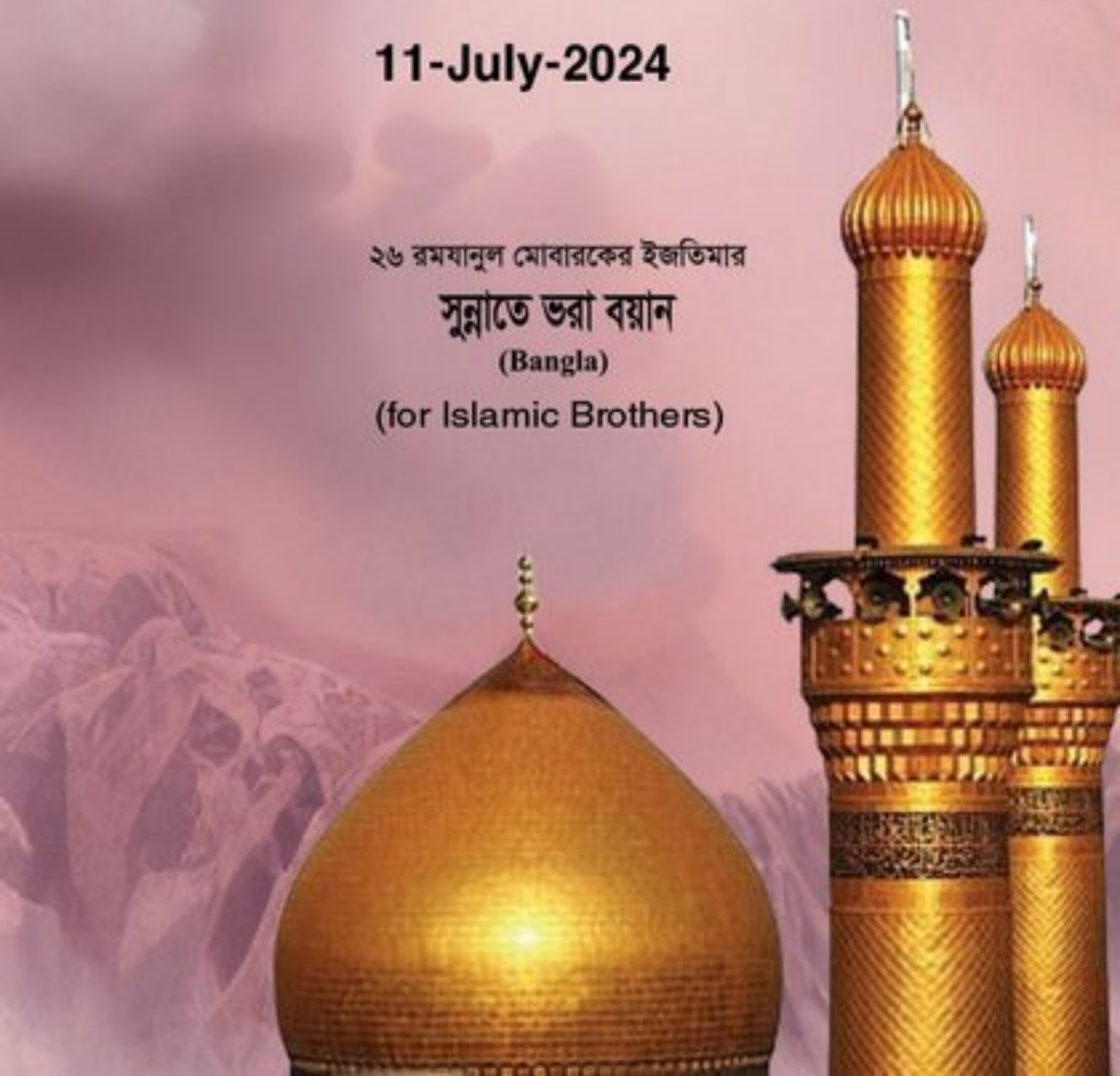

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও জায়িয নেই, তবে ইতিকাফের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষাঙ্গিকভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাফের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

www.dawateislami.net

দরূদ শরীফের ফযিলত

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا یُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِیْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَیْكَ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শোনার ক্ষমতা দান করেছেন, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যেই ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করবে, তবে সে আমাকে তার এবং তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করে, (আর বলে:) অমুকের পুত্র অমুক আপনার প্রদি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّیَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হযরত ইয়ালা বিন মুররাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কোন জায়গায় দাওয়াত ছিলো, অতএব রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামকে عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সাথে নিয়ে দাওয়াতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলেন, পথে একটি জায়গায় দেখলেন; রাসূলের নাতি, ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (যিনি তখনও ছোট ছিলেন) বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন এবং (যেমন পিতা তার সন্তানের জন্য উভয় হাত প্রসারিত করেন, যাতে শিশু এসে তার বুকে জড়িয়ে ধরে, একইভাবে) প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمও উভয় মুবারক হাত প্রসারিত করে দিলেন।

এবার এখানে নানাজান ও নাতির ভালোবাসার ধরন দেখুন! প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চাচ্ছিলেন যে, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছুটে এসে বুকের সাথে জড়িয়ে যাক, কিন্তু ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন (যেন ছোট্ট শাহজাদা চাচ্ছিলেন যে, নানাজান আমাকে যেন ধরেন, অতএব যেমন শিশুরা অনেক সময় খেলার সময় পালায়, তখন বাবারা ধীরে ধীরে পেছনে দৌড়াতে থাকে এবং সন্তান হাসতে থাকে, তেমনই) রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে হাসাতে থাকেন, অবশেষে তাঁকে ধরে ফেললেন।

সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মুবারক দৃষ্টির প্রতি লাখো সালাম...! এই মহা সৌভাগ্যশালী মনীষীরা কিরূপ বিস্তারিতভাবে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কর্মগুলোকে ধারণ করতেন, সুতরাং বর্ণনার শব্দাবলি হলো, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

www.dawateislami.net

কে ধরলেন, নিজের একটি হাত মুবারক তাঁর চিবুকের নিচে রাখলেন, অন্য হাত মুরবাক মাথার পেছনে রাখলেন আর আদর করে তাঁর মুখে চুম্বন করলেন, তারপর তিনি ইরশাদ করলেন: حُسَیۡنٌ مِنِّی وَ اَنَا مِنۡ حُسَیۡن হোসাইন আমার থেকে এবং আমি হোসেন থেকে, اَحَبَّ اللّٰہُ مَنۡ اَحَبَّ حُسَیۡنًا যে হোসাইনকে ভালবাসে, আল্লাহ পাক তাকে ভালবাসেন, حُسَیۡنٌ سِبۡط مِنَ الۡاَسۡبَاطِ হোসাইন আসবাতদের মধ্যে একজন সিবত। **(ইবনে মাজাহ, ৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৪৪)**

সিবত এর অর্থ এবং ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান

সিবত এর অর্থ হলো; যে গাছের শিকড় একটি এবং শাখা অনেক বেশি। প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হোসাইন হলো সিবত, এর অর্থ হলো যে, যেমন হযরত ইয়াকুব عَلَیۡہِ السَّلَام এর ১২ জন পুত্রের মাধ্যমে তাঁর বংশধারা অব্যাহত হয়েছে এবং বাড়তে বাড়তে অনেক প্রসারিত হয়ে গেছে, তেমনই হোসাইন আমার সিবত যে, তাঁর মাধ্যমেই আমার বংশ প্রসারিত হবে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে যাবে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৭৯)**

এখানে খুবই ঈমানোদ্দীপক একটি পয়েন্ট রয়েছে; আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে তাঁর প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শানে ইরশাদ করেন:

اِنَّاۤ اَعۡطَیۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَ ۝

(পারা ৩০, সূরা কাউসার, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবূব! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি।

এই আয়াতে কাউসারের একটি অর্থ হলো; সন্তানের আধিক্য। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পারা ৩০, সূরা কাউসার, ১ম আয়াতের পাদটীকা, ৯০৬)** এটি রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শান যে, তাঁর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শাহজাদাগণ যৌবন

www.dawateislami.net

পর্যন্ত জীবিত ছিলেন না, সকল শাহজাদা শিশুকালেই ওফাত গ্রহণ করেছিলেন, এতদসত্তেও আল্লাহ পাক তাঁর সন্তানদের অবশিষ্ট রেখেছেন, দেখে নিন! আজও লক্ষ লক্ষ সৈয়দ পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে, এটাই হলো; সন্তানের আধিক্য। যেনো তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে এই শান প্রদান করেছেন যে, আমার সন্তান অনেক বেশি হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, কিন্তু আমার এই শানের প্রকাশ হোসেনের মাধ্যমে হবে যে, حُسَیۡنٌ سِبۡط مِنَ الۡاَسۡبَاط হোসাইনের শক্ত শিকড় বিশিষ্ট বৃক্ষ, সে যদিও নিজে শহীদ হয়ে যাবে, কিন্তু তাঁর মাধ্যমে আমার আওলাদ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

حُسَیۡنٌ مِنِّی এর অর্থ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটি হাদীসে মুবারকায় প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حُسَیۡنٌ مِنِّی وَ اَنَا مِنۡ حُسَیۡن অর্থাৎ হোসাইন আমার থেকে এবং আমি হোসাইন থেকে।

মহামহিম এই বাণীর অর্থ হলো, হোসাইন এবং আমি দুই দেহ এক প্রাণ, আমার ভালোবাসা হোসাইনের ভালোবাসা, হোসাইনের ভালোবাসা আমার ভালোবাসা, অনুরূপভাবে যে হোসাইনের সাথে ঝগড়া করবে সে যেন এটা মনে না করে যে, সে হোসাইনের সাথে ঝগড়া করছে বরং সে আমার সাথে ঝগড়া করছে। মনে রাখবেন! ভবিষ্যতে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে (কারবালার ময়দানে) যেই ঘটনা সংঘঠিত হতে যাচ্ছিল, প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা নবুয়তের নূর দ্বারা দেখে নিয়েছিলেন, তাই তো ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি এত গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৭৯)**

www.dawateislami.net

ইমাম হোসাইনকে ভালোবাসার ফযিলত

অতঃপর প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটাও ইরশাদ করেন: اَحَبَّ اللّٰہُ مَنۡ اَحَبَّ حُسَیۡنًا যে হোসাইনকে ভালবাসে, আল্লাহ পাক তাকে ভালবাসেন। **(তিরমিযী, ৮৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৭৮২)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ঈমানী ভালোবাসা পোষণ করা কিরূপ ফযিলতের বিষয়; যে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ভালবাসে, সেই বান্দা আল্লাহ পাকের প্রিয় হয়ে যায়।

সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে...!!

ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যে আমাকে দুনিয়ার স্বার্থে ভালবাসলো, তবে নিঃসন্দেহে দুনিয়াদার তো যেকোন নেককার বা বদকারকে ভালবেসে ফেলে, তবে হ্যাঁ! যে আমাকে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসে, সে এবং আমি কিয়ামতের দিন একত্রে থাকবো, এ কথা বলে তিনি শাহাদাত এবং এর পাশের আঙ্গুল মিলিয়ে দিলেন। **(মাকতালুল হোসাইন লিত ত্বাবারানী, ৭৬ পৃষ্ঠা, নাম্বার ১১৫)**

হোসাইনের ভালোবাসার বরকতে ক্ষমা হয়ে গেল

আল্লামা ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: একবার হযরত আমর বিন লাইছ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সামনে তাঁর সৈন্যদল সমবেত হলো, তিনি তাঁর সৈন্যদলের আধিক্য দেখে মনে মনে ভাবলেন: হায়! যদি ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের সময় কারবালায় উপস্থিত থাকতাম, (আর) আমার নিকট এত সৈন্য থাকতো তবে আমি আমার জীবন, আমার শান ও শওকত এবং সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীকে তাঁর কদমে উৎসর্গ করে দিতাম।

www.dawateislami.net

সেই সময়কার কোন ওলীয়ুল্লাহর স্বপ্নে অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নবী, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র যিয়ারত হলো, তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমর বিন লাইছকে বলে দাও যে, তার অন্তরে যেই খেয়াল এসেছে, আমি তা জানি এবং আমি তার বাসনা কবুল করে নিয়েছি, আল্লাহ পাক তাকে তার এই বাসনার জন্য মহা প্রতিদান প্রদান করবেন। **(বুস্তানুল ওয়ায়েজিন, ২১৩ পৃষ্ঠা)**

কিতাবে লেখা আছে: হযরত আমর বিন লাইছ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওফাতের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: ঐ একটি খেয়াল যা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালোবাসার কারণে আমার মনে এসেছিল, এরই বরকতে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(মাদারিজুন নবুয়্যত, ১/৩০৫)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! سُبۡحٰنَ اللّٰہ ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের কিরূপ উপহার পেলো...! আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সত্যিকার, দৃঢ়, ঈমানী ভালোবাসা নসীব করুন। আল্লাহ পাক আমাদের প্রজন্মকেও সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতের প্রকৃত প্রেমিক বানিয়ে দিন। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

★ সুলতানে কারবালা, সায়্যিদুশ শুহাদা, ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হলেন রাসূলের নাতি ★ মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী এবং রাসূলে পাকের কলিজার টুকরো, সায়্যিদা ফাতিমা

www.dawateislami.net

বাতুল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর শাহজাদা ★ ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৫ শা'বান ৪র্থ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। ★ প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর নাম: হুসাইন ও শাব্বির রাখেন ★ ইমামে হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উপনাম: আব্দুল্লাহ ★ উপাধী: সিবতে রাসূল (রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাতি) আর رَیۡحَانَۃُ الرَّسُول রায়হানাতুর রাসূল (অর্থাৎ রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফুল)। **(সাওয়ানেহে কারবালা, ১০৩ পৃষ্ঠা)**

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্মের সাথে সাথেই তাঁর শাহাদাতের খবরও প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো, হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَیۡہِ السَّلَام প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র দরবারে উপস্থিত হয়ে সংবাদ দিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার নাতিকে আপনার উম্মত শহীদ করে দিবে, হযরত জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام তাঁর শাহাদাতের স্থান অর্থাৎ কারবালার মাটিও প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করেছিলেন।

(সাওয়ানেহে কারবালা, ১০৬ পৃষ্ঠা)

নিয়তির লিখন পূরণ হলো, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর ৭২ জন বিশ্বস্ত সঙ্গীসহ ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররামুল হারাম কারবালার ময়দানে কপট এজিদের বিরুদ্ধে সত্যের আওয়াজ তুলে, নানার ধর্মকে হেফাজত করে, অত্যাচার সহ্য করে, দুঃখ ও বেদনার পাহাড়ের সামনে দৃঢ়ভাবে অটল থেকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত, বীরত্বের সহিত, শান ও শওকত সহিত শহীদ হন এবং সমস্ত পৃথিবীর জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর, সত্যের পথে চলার, সম্মানের সহিত বাঁচার, মর্যাদার সহিত মরার, বীরত্বের সহিত, সাহসীকতার সহিত অবিচল থাকার এবং ধৈর্য ও সন্তুষ্টির শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইমাম হোসাইনের ফযিলতে.... হাদীসে মুবারাকা

✸ কাসিমে নেয়মত, মালিকে জান্নাত, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান মুজতাবা ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সম্পর্কে বলেন: আমার এই দুই ছেলে জান্নাতী যুবকদের সর্দার। **(মু'জামে কবীর, ২/১৭৪, হাদীস ২৫৪৯)** ✸একটি হাদীসে পাকে রয়েছে: مَنۡ اَحَبَّہُمَا فَقَدۡ اَحَبَّنِی যে এই দুজনকে (ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো وَ مَنۡ اَبۡغَضَہُمَا فَقَدۡ اَبۡغَضَنِی এবং যে তাঁদের দুজনের প্রতি শত্রু তা পোষণ করলো, সে আমার প্রতি শত্রু তা পোষণ করলো । **(মু'জামে কবীর, ২/১৮২, হাদীস ২৫৮১)** ✸ রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করতেন: هُمَا رَيۡحَانَتَایَ مِنَ الدُّنۡيَا অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন দুনিয়ায় আমার দু'টি ফুল। **(তিরমিযী, ৮৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৭৭৭)** প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর গন্ধ নিতেন এবং বুকের সাথে জড়িয়ে ধরতেন। **(তিরমিযী, ৮৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৭৭৯)**

পাক পাঞ্জেতনও...!! জান্নাতী! জান্নাতী!

বর্ণিত আছে: একবার আল্লাহ পাকের শেষ নবী, রাসূল হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর প্রিয় শাহজাদী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন হযরত আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘুমাচ্ছিলেন, ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দুধ চাইলেন, আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উঠে দাঁড়ালেন এবং আপন মুবারক হাতে ছাগলের দুধ দোহন করলেন। এখনো ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দুধ দেননি, তখন ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও দুধ চাইলেন, প্রিয় নবী

صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: বৎস! আগে তোমার ভাই দুধ চেয়েছে, আমি প্রথমে তাঁকে পান করাবো, তারপর তোমাকে দিব। এটা দেখে সায়্যিদা ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরয করলেন: হে আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মনে হচ্ছে আপনি হাসানকে বেশি আদর করেন...!! তিনি ইরশাদ করলেন: আমি তাদের উভয়কেই ভালবাসি। নিঃসন্দেহে আমি তোমরা উভয়ে (অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন) এবং এই ঘুমন্ত (অর্থাৎ হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ) কিয়ামতের দিন একই স্থানে থাকবো।

(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৪/১৬৪)

হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর জন্য আলোকিত হয়ে গেলো

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: একদা রাতের বেলা প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইশার নামায পড়াচ্ছিলেন, ছোট্ট শাহজাদাদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ও সেখানে ছিলেন, যখন প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিজদায় যেতেন, তখন উভয় শাহজাদা প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পিঠ মুবারকে বসে যেতেন, যখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তাদেরকে নম্রভাবে ধরে মাটিতে নামিয়ে দিতেন, যখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আবারো সিজদায় যেতেন, তখন উভয় শাহজাদা আবারো একই কাজ করতেন, যখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নামায শেষ করে নিলেন তখন উভয় শাহজাদাকে দোলনায় বসিয়ে নিলেন, হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি এগিয়ে গিয়ে আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! শাহজাদাদের বাড়িতে দিয়ে আসব? তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! অনুমতি

www.dawateislami.net

দিলেন। এক বর্ণনায় রয়েছে: গলিতে অন্ধকার ছিল, তখন উভয় শাহজাদার বাড়িতে যেতে ভয় অনুভূত হলো, সুতরাং এই শাহজাদাদের জন্য তখনই আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো এবং গলিটি আলোকিত হয়ে গেল, যতক্ষণ শাহাজাদারা নিজেদের বাড়িতে পৌঁছলো না, ততক্ষণ পর্যন্ত আলো বিদ্যমান ছিল। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৪/১৫৮-১৫৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে আলী মকাম, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত উচ্চ নৈতিকতা ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, আসুন! এখানে তাঁর পবিত্র জীবনী থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য দিক শ্রবণ করি:

ইমাম হোসাইনের ইবাদত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আক্বা, সুলতানে কারবালা, ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক বড় ইবাদতগুজার, মুত্তাকী এবং পরহেযগার ছিলেন,

✹ আল্লামা ইবনে আসীর জাযরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রচুর নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন, হজ করতেন, সদকা ও খয়রাত করতেন এবং প্রতিটি কল্যাণের কাজ করে নিতেন।

(উসদুল গাবা, ২/২৭, নাম্বার ১১৭৩)

✹ শাহজাদায়ে ইমামে আলী মকাম, হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমার আব্বাজান ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দিনেরাতে এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন।

(আল ইকদুল ফরিদ, ৩/১১৪)

✹ ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি পায়ে হেঁটে ২৫ বার হজ করেছেন। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৪/১৮০)**

www.dawateislami.net

ইমাম হোসাইনের ৪টি পছন্দনীয় ইবাদত

আশুরার রাতে যখন ইমামে আলী মকাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কারবালার ময়দানে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর ভাই হযরত আব্বাস আলম্বরদার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: কোনোভাবে যুদ্ধকে আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত করে দিন! যাতে আজ রাতে আমরা আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে পারি, আল্লাহ পাক ভালো করেই জানেন যে, আমার (১) নামায পড়া (২) কুরআনে করীম তিলাওয়াত করা (৩) অধিকহারে দোয়া করা এবং (৪) প্রচুর পরিমাণে ইস্তিগফার করা অনেক পছন্দ। **(আল কামিলু ফিত তারিখ, ৩/১৬৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালোবাসা আনুগত্য করায়, ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা কতটুকু? আমরা একটু ভাবী? ১০ মুহাররামুল হারামের রাতটি ছিল ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জাহেরী মুবারক জীবনের শেষ রাত, কিন্তু আল্লাহ পাকের ইবাদতের আগ্রহ ও স্পৃহা দেখুন?

হায়! হায়! হায়! আমরা ইমাম হোসাইনের গোলামরাও যেন আমাদের প্রিয়তমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইবাদত ও রিয়াযত করে নিজের জীবনের দিনরাত কাটাই! মনে রাখবেন! হাদীসে পাকে রয়েছে: বান্দা তারই সাথে থাকবে, যাকে সে ভালোবাসে। **(বুখারী, ৯৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬৮৮)** যদি আমরা মুখে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভালোবাসার দাবী করি কিন্তু ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক জীবনীকে অবলম্বন না করি তবে আমাদের ভালোবাসা অসম্পূর্ণ, কেননা প্রেমিক তার প্রিয়জনের পিছনে পিছনেই চলে। হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর

মুবারক চেহারা তাঁর নানাজান প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত দাড়ি শরীফ দ্বারা সুশোভিত করেছিলেন, তাঁর আব্বাজান মাওলা মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এরও ঘন দাড়ি শরীফ ছিল। আমরা ভাবী যে, আমাদের চেহারায় রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই সুন্নাতটি কি আছে? ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর মুবারক জীবনের শেষ ফজরের নামায নিজের তাঁবুতে জামাআত সহকারে আদায় করেছেন অথচ শত্রু রা চারপাশে বিদ্যামান ছিল। পবিত্র আহলে বাইত عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর আসল ভালোবাসার হলো তাঁদের অনুসরণেই, ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করা উচিত এবং সময় এলে দ্বীনের জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইত عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর প্রকৃত ভালোবাসা নসীব করুন।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ক্ষমা প্রদর্শনকারী ছিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি সুন্দর অভ্যাস এটাও ছিল; যে তাকে কষ্ট দিত, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতেন। যেমনটি ই'সাম বিন মুস্তালিক যে মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো, একবার সে ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে তাঁর পিতা মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে গালমন্দ করতে করা শুরু করলো, এতে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে কিছুই বলেননি, কোনো

www.dawateislami.net

প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপও নেননি, বরং اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ؕ এবং بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ পাঠ করে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

خُذِ الۡعَفۡوَ وَ اۡمُرۡ بِالۡعُرۡفِ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰهِلِیۡنَ ﴿۱۹۹﴾ وَ اِمَّا یَنۡزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰہِ ؕ اِنَّهٗ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۲۰۰﴾ اِنَّ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا اِذَا مَسَّهُمۡ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّیۡطٰنِ تَذَكَّرُوۡا فَاِذَا هُمۡ مُّبۡصِرُوۡنَ ﴿۲۰۱﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৯৯-২০১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এবং হে শ্রোতা! যদি শয়তান তোমাকে কোন কুমন্ত্রণা দেয়, তবে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা। নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা তাকওয়ার অধিকারী হয়, যখনই তাদেরকে কোন শয়তানী খেয়ালের ছোয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়; তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়।

অতঃপর তিনি বললেন: (হে ই'সাম) নিজের উপর বোঝা হালকা রাখো...!! আমি আল্লাহ পাকের নিকট তোমার জন্য এবং আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(তাফসীরে বাহরুল মুহিত, পারা ৯, সূরা আ'রাফ, ২০১নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/৫৭০)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো! কত সুন্দর নৈতিকতা, কত সুন্দর চরিত্র। সামনের ব্যক্তি খারাপ কথা বলছে আর ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে ক্ষমার দোয়া দিচ্ছেন। ঘৃণা দূর করা এবং ভালোবাসা বৃদ্ধির এটি খুবই সুন্দর একটি উপায়, আমাদেরও এই উপায়টি অবলম্বন করা উচিত, আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

اِدۡفَعۡ بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ فَاِذَا الَّذِیۡ بَیۡنَكَ وَبَیۡنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیۡمٌ ﴿۳۴﴾

(পারা ২৪, সূরা হা-মীম সিজদা, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে শ্রোতা! মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো! তখন ঐ ব্যক্তি যে, তোমার মধ্যে ও তার মধ্যে শত্রুতা ছিলো, এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, দ্বীন ইসলামে মুসলমানদেরকে নৈকিতকতার সর্বোচ্চ, সর্বাঙ্গীণ এবং অনন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো, যেমন কারো থেকে কষ্ট পেলে তবে তাতে ধৈর্যধারন করো, কেউ অজ্ঞতাপূর্ণ এবং মূর্খতার সহিত আচরণ করে তবে তার প্রতি সহ্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করো আর নিজের সাথে খারাপ ব্যবহার হলে ক্ষমা ও মার্জনা সুলভ আচরণ করো...!!

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ২৪, সূরা হা-মীম সিজদা, ৩৪নং আয়াতের পাদটীকা, ৮/৬৪১)

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও ক্ষমা করার, মন্দের বিনিময় ভালো দ্বারা দেয়ার তৌফিক দান করুন। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইমামে আলী মকামের শিক্ষণীয় কবিতা

ইসহাক বিন ইব্রাহীম বলেন: একবার ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কবরস্থানে গেলেন এবং আরবী কবিতা পাঠ করলেন (যার অনুবাদ এরূপ): আমি কবরবাসীদের ডাকলাম, কিন্তু তারা চুপ রইল, অতঃপর তাদের কবরের মাটি আমাকে উত্তর দিল, বললো: তুমি কি জানো, আমি আমার বাসিন্দাদের কী অবস্থা করেছি? আমি তাদের মাংস

ছিঁড়ে নিয়েছি, পোশাক ছিঁড়ে দিয়েছি, তাদের চোখকে গলিয়ে মাটিতে মিলিয়ে দিয়েছি, তাদের জোড়া আলাদা করে দিয়েছি, তাদের হাড়গুলো ভেঙ্গে দিয়েছি এবং তাদের দেহ সম্পূর্ণরূপে গলিয়ে দিয়েছি আর তাদের উপর আপদ দীর্ঘায়িত হয়ে গেলো। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৪/১৮৭)**

বিপদ তো কবরের ভেতর

রাসূলের নাতি, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি যখন কবর দেখতেন তখন বলতেন: উপর থেকে এই কবরগুলো কতই না ভালো লাগে, কিন্তু বিপদ তো এগুলোর ভেতরেই, আল্লাহ! আল্লাহ! হে আল্লাহর বান্দারা...! দুনিয়ায় লিপ্ত হয়ে যেও না! নিঃসন্দেহে কবর হলো আমলের ঘর (অর্থাৎ সেখানে আমলই সাথে যাবে), নেক আমল করে নাও! এর থেকে উদাসীন হয়ো না...!!

(বুস্তানুল ওয়ায়েজিন, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল; ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কবরস্থানেও যেতেন, আমাদেরও উচিত যে, শিক্ষা নেওয়ার জন্য কবরস্থানে যাওয়া, সেখানে সমাধিস্থ মুসলমানদের জন্য ফাতিহা শরীফও পাঠ করা, তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়াও করা আর পাশাপাশি শিক্ষাও গ্রহণ করে নেয়া, সেখানে বসে চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন, ভাবুন যে, অতিশীঘ্রই আমাকেও এখানে আসতে হবে, আহা! আমারও শেষ ঠিকারা এটাই হবে, কবরের এই একাকীত্ব, বিভীষিকা, অন্ধকার...!! হায়! কবর আমার সৌন্দর্য বিনষ্ট করে দিবে, শক্তি ও সামর্থ্য সব শেষ হয়ে যাবে, চোখ গলে প্রবাহিত হয়ে যাবে, মাংস খসে পড়বে, হায়! আমার এই সুন্দর শরীরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে আর

www.dawateislami.net

এরপর...!! অতঃপর কিয়ামতের দিন উঠতে হবে, আল্লাহ পাকের সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং নিজেদের আমলের হিসাব দিতে হবে।

এভাবে শিক্ষা ও উপদেশের জন্য আমরা যেন কবরস্থানে হাজিরির অভ্যাস করি, اِنۡ شَآءَ الله অন্তরের মরিচা ঝরে যাবে, গুনাহের প্রতি ঘৃণা নসীব হবে এবং নেকী করার মানসিকতা অর্জিত হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইমামে আলী মকামের একটি খুতবা

সবশেষে আসুন! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর একটি শিক্ষামূলক খুতবা শুনুন: তারিখে ইবনে আসাকিরে রয়েছে, কারবালার দিন ১০ই মুহাররামুল হারামের সকালে ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুতবা দিয়ে বললেন: হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ পাককে ভয় কর! আর দুনিয়াকে এড়িয়ে চলো! নিঃসন্দেহে এই দুনিয়ায় যদি কেউ চিরকাল বেঁচে থাকতো, তবে অবশ্যই আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام চিরকাল বেঁচে থাকতেন, কিন্তু আল্লাহ পাক এই দুনিয়াকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন, এখানে বসবাসকারী সব ধ্বংস হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, দুনিয়ার নতুন নতুন জিনিস পুরানো হয়ে যাবে, এখানকার নেয়ামত শেষ হয়ে যাবে, এখানকার আনন্দ শেষ হয়ে যাবে, ব্যস! সফরের সরঞ্জাম প্রস্তুত করো! নিঃসন্দেহে সফরের উত্তম সরঞ্জাম হল তাকওয়া, আল্লাহ পাককে ভয় করো! যাতে তুমি সফল হয়ে যাও...!!

(তারিখে মদীনা দামেশক, ১৪/২১৮)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জুতা পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর পুস্তিকা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে জুতা পরিধানের কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করি। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (১) অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো, কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা পরিধান করে থাকে, যেন আরোহী হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। **(মুসলিম, ১১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০৯৬)** ✹ জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন, যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়। ✹ সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান করুন এরপর বাম পায়ের। ✹ খোলার সময় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলুন অতঃপর ডান পায়ের। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখন খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত, যাতে ডান পা পরিধান করার সময় প্রথমে এবং খোলার সময় সবশেষে হয়। **(বুখারী, ৪/৬৫, হাদীস ৫৮৫৫)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

জুতা পরিধান করার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُথেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺএর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস: ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net